গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৪ শাখা

পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১২৯.৯৯.০৬৭.১৪(খন্ড-২)-৩০

তারিখঃ ২২ মাঘ, ১৪২৫
০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

বিষয়ঃ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও বিদেশী মৎস্য ট্রলারের বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদির উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও বিদেশী মৎস্য ট্রলারের বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি এর সভাপতিত্বে গত ২৪-০১-২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৬ (ছয়) পাতা

(এস, এম, তারিক)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০০৮০
fisheries-4@mofl.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

কার্যার্থেঃ

১। নৌবাহিনী প্রধান, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, , ঢাকা-১২১৩।
২। জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, এম.পি ও সভাপতি, শ্রিম্প হ্যাচারী এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, সাব হাউজ, ১৭/বি, কলাতলী রোড, কক্সবাজার।
৩। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৭। পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, র‍্যাব, র‍্যাব সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা।
১০। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
১৩। মহাপরিচালক, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মেরিন ড্রাইভ রোড, রামু, কক্সবাজার।
১৫। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ।
১৭। ডিআইজি, নৌ পুলিশ, নৌ পুলিশের কার্যালয়, ৩৩৪/১০, আহম্মেদনগর, পাইকপাড়া, মিরপুর-০১, ঢাকা।
১৮। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
(সামুদ্রিক শাখা)
ডাইরী নং ঃ ৭২
তারিখ ঃ ১০/০২/১৯

C:\Users\Faiz Ahmed\Onedrive\\.Docx

১৯। জেলা পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
২০। প্রিন্সিপাল, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
২১। প্রিন্সিপাল অফিসার, মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট, গর্ভমেন্ট অফিস ভবন-০১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০
২২। পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২৩। উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২৪। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
২৫। প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২৬। প্রকল্প পরিচালক, মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২৭। জনাব প্রফেসর সাইদুর রহমান চৌধুরী, ইন্সটিটিউট অব মেরিন সাইন্স এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
২৮। সভাপতি/মহাসচিব, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব, চট্টগ্রাম।
২৯। সভাপতি/মহাসচিব, মেরিন হোয়াইট ফিশ ট্রলার ওনার্স এসোসিয়েশন, শ্রয়ন ভবন (২য় তলা), ফিরিঙ্গী বাজার, ব্রীজ ঘাট রোড, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম।
৩০। সভাপতি/সম্পাদক, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারী বোট মালিক সমিতি, ইকবাল রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
৩১। সভাপতি/সম্পাদক, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, সেন্টার পয়েন্ট, কনকর্ড ১৩/এ, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩২। সভাপতি/সদস্য সচিব, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি, ১২৩, নিউ কাকরাইল রোড, মৌবন সুপার মার্কেট, ঢাকা।
৩৩। সভাপতি/সদস্য সচিব, জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ৯-ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৪। সভাপতি/সম্পাদক, কক্সবাজার জেলে সমবায় সমিতি, কক্সবাজার।

অনুলিপি অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এর একান্ত সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৪ শাখা

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও বিদেশী মৎস্য ট্রলারের বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদির উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি প্রতিমন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থানঃ	কনফারেন্স রুম, সার্কিট হাউজ, চট্টগ্রাম
সভার তারিখ ও সময়ঃ	২৪-০১-২০১৯ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভা আহবানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে আহবান জানান। জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহনের পরপরই সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রথমে সরকারী সফরে প্রথম চট্টগ্রামে আগমন করেন। ইতোপূর্বেও বিষয়টির উপর গুরুত্বরোপ করে প্রয়াত মাননীয় মন্ত্রী ছায়েদুল হক এবং মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ চট্টগ্রামে এসে বিভিন্ন সময় আপনাদের সকলকে নিয়ে সভা করেছেন। সচিব তাঁর বক্তব্যে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বিদেশী মৎস্য নৌযানের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহন এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী পর্যায়ে যথাক্রমে ০৩টি ও ০২টি সভার অনুষ্ঠানের কথা স্মরন করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফকে সভা পরিচালনা করার আহবান জানান এবং সবাইকে সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনায় অংশগ্রহনের অনুরোধ করেন।

২। আলোচনায় অংশ নিয়ে মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নুরুল কাইয়ুম খান বলেন, ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মৎস্য আহরণ বন্ধের বিষয়ে তাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এ সময়টা আরো যাচাই বাছাই করে রিসিডিউল করা প্রয়োজন।

৩। হোয়াইট ফিশ ট্রলারস ওনার্স এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুল ইসলাম তাজু বলেন, ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধে তাঁদের কোন আপত্তি নেই, তবে এই বন্ধ কার্যক্রম সকল মাছ ধরার ট্রলার/এসোসিয়েশন এর জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ৬৫ দিন বন্ধ মৌসুমে পাশ্ববর্তী দেশের জেলেরা বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করে মৎস্য আহরণ করে। তাই তিনি প্রতি বছর প্রতিবেশী দেশের সাথে সমন্বয় করে বন্ধ মৌসুম পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বোট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিনুল হক বাবুল সরকার তার বক্তব্যে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সমুহকে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধের বাইরে রাখার অনুরোধ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সাগরে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান হতে জলদস্যুরা মাছ ডাকাতি করে নিয়ে যায় এবং সেসব মাছ বিভিন্ন অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমেই বাজারজাত করে থাকে। তিনি সমুদ্র উপকূলের অবতরণকেন্দ্র গুলোতে মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট স্থাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ট্রলার সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ব্যাংক হতে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকলেও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মালিকের অনুরূপ কোন সুযোগ সুবিধা নেই উল্লেখ করে তিনি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মালিকদের ব্যাংক ঋণ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, সরকারী নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স গ্রহণ না করলে কোন সাহায্য/সুবিধা পাওয়া যায় না। তিনি দ্রুত রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স গ্রহণের উপর জোর তাগিদ দেন।

৫। জনাব জালাল উদ্দিন গাজী, নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌ বানিজ্য দপ্তর, উল্লেখ করেন বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও নৌ বানিজ্য দপ্তরের অংশগ্রহণেকক্সবাজারে যৌথ ক্যাম্প চলমান আছে। কিন্তু ভ্যাট জটিলতার কারনে নতুন রেজিস্ট্রেশন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বর্তমানে তাঁর দপ্তরে নিবন্ধনকৃত বোটের সংখ্যা প্রায় ৯০০০ (নয় হাজার) বলে তিনি উল্লেখ করেন কিন্তু নবায়ন একবারেই কম, প্রতি বছর নবায়নকৃত বোট সংখ্যা মাত্র ৩০০০ (তিন হাজার) এর মতো।

৬। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ বলেন, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য একাধিকবার সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী পর্যায়ে সভা হয়েছে। কিন্তু যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে দৃশ্যমান অগ্রগতি নাই। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কমিটির কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। ভ্যাট সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে বক্তব্যের জবাবে সচিব মহোদয় বলেন, যে কোন ব্যবসা ও শিল্প স্থাপন করতে গেলে সরকারী বিধি-বিধান প্রতিপালন পূর্বক ভ্যাট প্রদান করেই ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে হবে। যুগ্মসচিব বলেন হোয়াইট ফিশ ট্রলারস ওনার্স এসোসিয়েশন, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বোট মালিক সমিতি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশী মৎস্য ট্রলারের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, বিদেশী ট্রলার বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে প্রবেশ করে অবৈধভাবে মৎস্য আহরন করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে তাঁকে অবগত করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং কোস্ট গার্ড সমন্বিতভাবে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে পারে।

৭। নৌ অপারেশন্স পরিদপ্তর এর উপ-পরিচালক কমান্ডার তানজিম ফারুক বলেন বর্তমানে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবেশী দেশের সাথে বিদ্যমান বর্ডার জলসীমায় টহল জোরদার করা হয়েছে। তিনি বিদেশী ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ দেখলে VHF এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে রিপোর্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি জানান, অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করতে হয় বিধায় এ সুযোগে কিছু বিছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে।

৮। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর কমান্ডার মামুনুর রশীদ পেট্রলরত কোস্টগার্ড বাহিনীর জাহাজ কর্তৃক ট্র্যাকিং এর সুবিধার্থে সাগরে মৎস্য আহরণকারী ট্রলার ও নৌযানগুলোতে AIS (Automatice Identification System) Installation জরুরী বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হবে।

৯। মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন মাসুক হাসান আহমেদ বলেন ৬৫ দিন বন্ধ মৌসুমে বাংলাদেশ নেভী ও কোস্ট গার্ডবাহিনীর নিয়মিত টহল থাকে বিধায় বিদেশী জাহাজ কর্তৃক অবৈধ মৎস্য আহরণ কমে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম জনাব মোঃ নূরুল আলম নিজামী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন মৎস্যজীবীদেরকে সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত করে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলে তা ফলপ্রসু হবে। এক্ষেত্রে তিনি ভারতের দিঘাতে উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সমবায় সমিতির মাধ্যমে সফলভাবে বাস্তবায়নের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম নৌ বানিজ্য দপ্তরের (MMD) পরিবর্তে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে ন্যস্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

১১। শিমিজু ফিশিং প্রাঃ লিঃ এর সচিব তারেক জাকারিয়া বলেন ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্য পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নতুন প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

১২। জনাব মোঃ মোরতোজা আলী খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, চট্টগ্রাম সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের আহবানে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন ।

১৩। ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্স এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইদুর রহমান উল্লেখ করেন বঙ্গোপসাগর Multispecies fishery হওয়ার কারনে বানিজ্যিক ট্রলারে টার্গেট প্রজাতির বাইরে বাই ক্যাচ হিসেবে জাটকাসহ অন্যান্য প্রজাতির অনেক ছোট মাছও আহরিত হয়ে থাকে বিধায় জাটকা আহরণ পরিহার করার জন্য জালের ফাঁস পূনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

১৪। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব হাসান আহমদ চৌধুরী বলেন "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) তে সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP) শীর্ষক একটি বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে"। তিনি আরো জানান ৪৫টি উপকূলীয় উপজেলার মৎস্যজীবীদেরকে প্রকল্প হতে বিভিন্ন সহায়তা দেয়া হবে। তাছাড়া অবৈধ নৌযান চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য এ প্রকল্পে সুযোগ আছে।

১৫। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর পরিচালক ড. মোঃ আবুল হাছানাত বলেন যে ইলিশ সংরক্ষনে যে ভাবে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে তেমনি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহন করা হলে এ ক্ষেত্রেও সফলতা আসবে। তিনি আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থার সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তাৎক্ষনিক আইনী পদক্ষেপ গ্রহনের কথা জানান। সাম্প্রতিক সময়ে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এবং এর আওতাধীন দপ্তরে বেশ কিছু মেধাবী কর্মকর্তা পদায়ন করায় সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নেকার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের একমাত্র সার্ভেল্যান্স চেকপোষ্ট এবং পল্টুনটিও সরিয়ে নেয়া হয়েছে। নতুনভাবে চেকপোষ্টের জন্য যে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। জনাব কামরুল আমিন, সদস্য (অর্থ), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বলেন, তিনি মৎস্য দপ্তরের সার্ভেল্যান্স চেকপোষ্টের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা বৃদ্ধির বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন।

১৬। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ উল্লেখ করেন বানিজ্যিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন মৌসুম (Breeding Period) নির্ধারনে বর্তমানে গবেষণা চলছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় মেরিকালচার জোন নির্ধারনের কাজ চলছে।

১৭। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর মহাপরিচালক জনাব এ. এস. এম রাশেদুল হক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে রয়েছে। তিনি বলেন মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে বঙ্গোপসাগরেও মৎস্য হ্রাস পাওয়ার আশংকা রয়েছে। তিনি দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ এবং বিদ্যমান ৬৫ (পয়ঁষট্টি) দিন মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার আহবান জানান। তিনি সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে বাস্তবামুখী কর্মসূচি গ্রহন ও তা বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি নৌযান রেজিস্ট্রেশন ও Catch Data সংরক্ষণে আরো গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য তাঁর সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের নির্দেশ দেন।

১৮। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC) এর চেয়ারম্যান জনাব দিলদার হোসেন উল্লেখ করেন স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাশিয়া সরকারের অনুদানে প্রাপ্ত ১০টি ফিশিং ট্রলারের সাহায্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রথম বানিজ্যিক ভাবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শুরু করে। তিনি বলেন সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর বেসিনে বানিজ্যিক মৎস্য ট্রলার রাখা যাবে এবং মনোহরখালী বেসিনে যান্ত্রিক নৌযানসমূহ রাখা যাবে। Multi Channel Slip way পূনঃনির্মানসহ মেরামতের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এর কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ট্রলার তৈরী ও মেরামতের জন্য এ Slip way ব্যবহারের অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আহরিত মৎস্যের ভেল্যু এডিশন পূর্বক রপ্তানী বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৯। কক্সবাজার-২ সংসদীয় আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ চিংড়ি হ্যাচারী মালিক সমিতির সভাপতি জনাব আশেক উল্ল্যা রফিক এম.পি ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধ বিষয়ে বলেন, প্রথম প্রথম এ বন্ধ মৌসুম অতিরিক্ত মনে হলেও বর্তমানে মাছের আহরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মাছের প্রজনন মৌসুম নির্ণয় করে বন্ধ মৌসুম নির্ধারন করলে ভাল হয়। তিনি দূর্ঘটনায় নিহত জেলেদের পরিবারকে অনুদান প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে মহেশখালীতে মৎস্যজীবিদের নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান। ট্রলারে কর্মরত জেলেদের খাদ্য সহায়তা এবং সাগরে প্রাণহানীর শিকার হওয়া জেলেদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য বিধবা ভাতা সংস্থানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মাছের প্রজনন মৌসুম নির্ধারনে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে একযোগে কাজ করতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। ট্রলার মালিক ও জেলেদের নিকট হতে বিকাশের মাধ্যমে টাকা দাবী করা নৌদস্যুদের দমনের জন্য নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড ও পুলিশ সমন্বয়ে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো জানান, অনেক নৌযান মালিক সংস্থা তাদের কর্মচারীদের লাইফ জ্যাকেট দিতে চায় না ফলে সাগরে মৎস্য আহরণে নিযুক্ত জেলেদের জীবন হুমকির সম্মুখীন থাকে। তিনি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিযুক্ত জেলেদের লাইফ জ্যাকেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত নতুন প্রকল্পটির মাধ্যমে চিংড়ি পোনা উৎপাদনের বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহবান জানান।

২০। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রইছুউল আলম মন্ডল বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ, আন্তরিক ও প্রতিনিয়ত আমাদেরকে মনিটরিংসহ নির্দেশনা দিয়ে আসছেন। আমাদের সাগর যাতে মাছ শুন্য না হয়ে পড়ে এ বিষয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন উচ্ছিষ্ট ও অব্যবহৃত মাছ থেকে ফিস মিল উৎপাদনের উদ্যোগ নিলে আমদানী বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় কম হবে এবং নতুন আয়ের ব্যবস্থা হবে। তিনি বলেন সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মেরিকালচার বাড়াতে হবে এবং অপ্রচলিত আইটেম হিসেবে সী উইড এর কালচার প্রচলন করতে হবে। এ লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই) সীমিত পর্যায়ে কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে কিছু সাফল্য আসছে। তিনি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বাংলাদেশ নৌ বাহিনীকে বেহুন্দী জাল অপসারণসহ অবৈধ জাহাজ অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর সহযোগীতার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি এ বিষয়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানান যে, ০৭টি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন Landing Station তৈরী করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর থেকে সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP) এর ২৩০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পে কোস্টাল ১৬টি জেলা, ৭৫টি উপজেলা এবং ৭৫০টি ইউনিয়নে সমুদ্রের জলরাশিতে মৎস্য সম্পদ আহরণে MCS কার্যক্রম, Landing Station, Market Linkage, জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, জোনিংসহ সংশ্লিষ্ট জেলে ও মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সীমিত আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি প্রদানের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সেক্টরে সামগ্রিক শৃংখলা ফিরিয়ে এনে মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি মৎস্য আইনের প্রয়োগ, সমুদ্রে জেলে ও ট্রলারের নিরাপত্তা বিষয়ক এবং আবহাওয়া বার্তা ও জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রকার বার্তা স্থানীয় গণমাধ্যম যেমন কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

২১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি জানান মায়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা নিষ্পত্তির ফলে যে বিশাল সমুদ্র সীমার উপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায়শৃঙ্খলা আনয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশী ট্রলার এবং নৌযানের অনুপ্রবেশ রোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডবাহিনীকে নজরদারি বৃদ্ধি এবং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মৎস্য নৌযান রেজিস্ট্রেশন এবং ইনসুরেন্স এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রতিটি মৎস্য নৌযানে লাইফ রিং বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকতে হবে এবং নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ সাগরে মৎস্য নৌযান চেকিংকালে উক্ত সামগ্রীসমূহের উপস্থিতি যাচাই করবেন। তিনি জানান বিদেশি ট্রলারসমূহ নানা উপায়ে আমাদের দেশিয় লোকজনের যোগসাজসে বাংলাদেশের জলসীমায় মৎস্য আহরণ করছে। এ অবৈধ আহরণ বন্ধে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর সহায়তা নিয়ে বিদেশি ট্রলার এর অনুপ্রবেশ চিহ্নিত করে তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন জাটকা আহরণ বন্ধের ফলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তাই তিনি জাটকা নিধন বন্ধ রাখার কার্যক্রম জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৬৫ দিন সাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ বন্ধের বিষয়টি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া তিনি বলেন, মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন জেলেদের খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তাব তৈরী করে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মাছ ধরা বন্ধ পরবর্তী সময়ে সাগরে অধিক মাছ আহরণ হয়ে থাকে বিধায় এ সময়ে জেলেদের সঞ্চয় করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতে হবে মর্মে জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্মকর্তাদের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাঁদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের আহবান জানান।

২২। সভার আলোচ্যসূচী সমূহ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২১.১	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মাছের প্রজননের সুবিধার্থে প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫(পয়ঁষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে বানিজ্যিক ট্রলারের পাশাপাশি সকল প্রকার যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক নৌযান দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌ বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ
২১.২	৬৫ (পয়ঁষট্টি) দিন মৎস্য আহরণ বন্ধকালিন পাশ্ববর্তী দেশসমূহ হতে বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ট্রলার/নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ রোধ করার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পেট্রোলিং কার্যক্রম আরো জোরদারকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌ বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/জেলা প্রশাসন/বাংলাদেশ পুলিশ

২১.৩	বানিজ্যিক ট্রলার সমূহের নন-কমপ্লায়েন্স প্রতিরোধে ট্রলারসমূহে পর্যায়ক্রমে AIS স্থাপন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া;	মৎস্য অধিদপ্তর
২১.৪	যান্ত্রিক নৌযানের রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে চালু যৌথ ক্যাম্পিং কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং এ লক্ষ্যে গঠিত কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর নৌ বানিজ্য দপ্তর
২১.৫	সাগরে দূর্ঘটনায় জীবনহানি রোধ কল্পে প্রতিটি নৌযানে লাইফ রিং বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম, দিক দর্শন যন্ত্র, রেডিও ইত্যাদির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌ বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
২১.৬	কোস্ট গার্ড বাহিনী জাহাজে অবজারভার হিসেবে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের অফিসারগণের নিয়মিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;	বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
২১.৭	মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ আর ভি মীন সন্ধানী কর্তৃক সম্পাদিত জরিপ কাজের ফলাফল স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রকাশ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২১.৮	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মেরিকালচার বৃদ্ধিকরণ এবং অপ্রচলিত আইটেম হিসেবে সী উইড এর কালচার প্রচলনের লক্ষ্যে প্রায়োগিক গবেষণা	মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
২১.৯	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের সার্ভেল্যান্স চেকপোষ্টের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ/সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: ০৪/০২/২০১৯
(মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১২৯.৯৯.০৬৭.১৪(খন্ড-২)-২৯

তারিখঃ ২২ মাঘ ১৪২৫ / ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

০৪.০২.২০১৯

(এস, এম, তারিক)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০০৮০
fisheries-4@mofl.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

কার্যার্থেঃ

১। নৌবাহিনী প্রধান, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, , ঢাকা-১২১৩।
২। জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, এম.পি ও সভাপতি, শ্রিম্প হ্যাচারী এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, সাব হাউজ, ১৭/বি, কলাতলী রোড, কক্সবাজার।
৩। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৭। পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, র‍্যাব, র‍্যাব সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা।

C:\Users\Faiz Ahmed\Onedrive\Resolution 24.01.19.Docx

১০। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
১৩। মহাপরিচালক, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মেরিন ড্রাইভ রোড, রামু, কক্সবাজার।
১৫। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ।
১৭। ডিআইজি, নৌ পুলিশ, নৌ পুলিশের কার্যালয়, ৩৩৪/১০, আহম্মেদনগর, পাইকপাড়া, মিরপুর-০১, ঢাকা।
১৮। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৯। জেলা পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
২০। প্রিন্সিপাল, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
২১। প্রিন্সিপাল অফিসার, মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট, গর্ভমেন্ট অফিস ভবন-০১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০
২২। পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২৩। উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২৪। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
২৫। প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২৬। প্রকল্প পরিচালক, মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২৭। জনাব প্রফেসর সাইদুর রহমান চৌধুরী, ইন্সটিটিউট অব মেরিন সাইন্স এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
২৮। সভাপতি/মহাসচিব, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব, চট্টগ্রাম।
২৯। সভাপতি/মহাসচিব, মেরিন হোয়াইট ফিশ ট্রলার ওনার্স এসোসিয়েশন, শ্রয়ন ভবন (২য় তলা), ফিরিঙ্গী বাজার, ব্রীজ ঘাট রোড, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম।
৩০। সভাপতি/সম্পাদক, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারী বোট মালিক সমিতি, ইকবাল রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
৩১। সভাপতি/সম্পাদক, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, সেন্টার পয়েন্ট, কনকর্ড ১৩/এ, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩২। সভাপতি/সদস্য সচিব, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি, ১২৩, নিউ কাকরাইল রোড, মৌবন সুপার মার্কেট, ঢাকা।
৩৩। সভাপতি/সদস্য সচিব, জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ৯-ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৪। সভাপতি/সম্পাদক, কক্সবাজার জেলে সমবায় সমিতি, কক্সবাজার।

অনুলিপি অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এর একান্ত সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।, ঢাকা।

C:\Users\Faiz Ahmed\Onedrive\Resolution 24.01.19.Docx

২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধে কার্যকর কৌশল নির্ধারণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
সভার স্থানঃ	সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ভবন, ঢাকা
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১৫ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি. দুপুর ২.০০ টা
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত।

সভাপতি উপস্থিত সকল কে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভা আহবানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম কে আহবান জানান। পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম জানান যে, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও মাছের সুষ্ঠ প্রজননের সুবিধার্থে "সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ-১৯৮৩" এর ২০১৫ সনের সংশোধনী (এস.আর.ও নং-৯৭/আইন/২০১৫) অনুযায়ী ২০১৫ খ্রি. সালে ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি সভায় জানান যে, ২০১৫ খ্রি. সাল হতে ২০১৮খ্রি. সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মাছ ধরা বন্ধ মৌসুমে শুধুমাত্র বানিজ্যিক ট্রলার গুলোকে এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছিল কিন্তু বিগত ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি এর সভাপতিত্বে কনফারেন্স রুম, সার্কিট হাউস, চট্টগ্রামে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার ২১.১ নং সিদ্ধান্তে "সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য মাছের প্রজননের সুবিধার্থে প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে বানিজ্যিক ট্রলারের পাশাপাশি সকল প্রকার যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক নৌযান দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসন্ন ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরা বন্ধ মৌসুমে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান (ট্রলার, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক) কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধে থাকবে। ফলে ৬৫ দিন বন্ধ মৌসুমে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান (ট্রলার, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক) কে মাছ ধরা হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতঃপর জনাব ড. মোঃ আব্দুল অলীম, উপপ্রধান, সামুদ্রিক শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫(পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধে কার্যকর কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা তুলে ধরেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় কি সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, সহকারী পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তার দপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব ড. মোঃ আবুল হাসানাত, পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম বলেন যে, প্রচার প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট তৈরি, ব্যানার, পোষ্টার, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, মাইকিং ও সচেতনতামূলক সভা ইত্যাদি কার্যক্রম এখন থেকেই গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রামে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে বিগত ১১ এপ্রিল, ২০১৯খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্ণফুলি নদীর তীরে মাইকিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও তিনি সভায় অবহিত করেন। এছাড়া লিফলেটের নমুনা অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং চট্টগ্রামে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

জনাব ড. মোঃ আব্দুল আলীম, উপপ্রধান, সামুদ্রিক শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা বলেন যে, মা ইলিশ সংরক্ষণে যে ভাবে সকল অংশীজন কে সম্পৃক্ত করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে তেমনি আসন্ন বন্ধ মৌসুমে সাগরে সকল মৎস্য নৌযান (ট্রলার, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক) কর্তৃক মাছ ধরা বন্ধে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা আসবে। তিনি আরো বলেন যে, মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম ও সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ কার্যক্রম এর মধ্যে বড় পার্থক্য হলো মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় মূলত অভ্যন্তরীণ নদী ও সমুদ্রে আর ৬৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় শুধু সাগরে। সাগরে আইন বাস্তবায়ন করাটা বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। তাই উপকূলীয় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানগুলো মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে যেন যেতে না পারে সেজন্য সমুদ্রে যাওয়ার পূর্বেই তাদের রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে মা ইলিশ সংরক্ষণ ও জাটকা সংরক্ষণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যামান টাস্কফোর্স কমিটির সহায়তা নেয়া যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যাক্ত করেন। উক্ত কমিটি ৬৫

(পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে এবং এ ব্যাপারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র জারি করা যেতে পারে। তাই মৎস্য অধিদপ্তর হতে এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব ছালেহ আহমেদ সভাকে অবহিত করেন যে, 'মা'- ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালীন সময়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, কক্সবাজার জেলায় ঐ সময়ে বরফকলগুলোর বরফ বিক্রয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ফিশিং বোটগুলোতে বরফ বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকে।

এ পর্যায়ে জনাব ড. মোঃ আব্দুল অলীম, উপপ্রধান, সামুদ্রিক শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা বলেন যে, মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে পেট্রোল পাম্প ও বরফকল হতে যেন নৌযানগুলোকে কোন তেল বা বরফ সরবরাহ করা না হয় সেজন্যে টাস্কফোর্স কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া ও পরবর্তীতে তা মনিটর করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ অলিয়ুর রহমান, উপপরিচালক, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল বলেন যে, উপকূলীয় জেলাগুলোতে ৬৫ দিন বন্ধ মৌসুম আরম্ভের পূর্বেই যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানগুলো সাগরে চলে যায় তাই নৌযানগুলো ২০ মে এর পূর্বে সাগরে না যেতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

জনাব মোঃ সালেহ আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা বলেন যে, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কারণ আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ৮৩% আসে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের থেকে যদিও এ সমস্ত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান কর্তৃক আহরণকৃত মাছ আহরণের পর সঠিক পরিচর্যার অভাবে মাছের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই মাছ আহরণের পর সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের গুণগতমান রক্ষা করা হলে এ খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন আরো বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ৬৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ মৌসুমে যাতে কোন শক্তিশালী মহল যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানগুলো ব্যবহার করতে না পারে এ ব্যাপারে প্রয়োজনে গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনাব আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা বলেন যে, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও মাছের সুষ্ঠ প্রজননের জন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সাগরে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মাছ ধরা বন্ধ কার্যক্রম বর্তমান সরকারের একটি সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত । সাগরে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মাছ ধরা বন্ধ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগীতার আহবান জানান। আগামী ২১ এপ্রিল হতে ১৯ মে এর মধ্যে সকল ধরণের অংশীজনের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সভা, প্রচার/প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট তৈরি, ব্যানার, পোষ্টার, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, মাইকিং ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৬৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো জানান যে, ইতোমধ্যে ৩টি বিভাগ ও ৮টি জেলায় সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।

সভার আলোচ্যসূচি বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ণ: ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধে কার্যকর কৌশল হিসেবে সচেতনতা সভা ও প্রচার/প্রচারণা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম ও বিভাগীয় উপপরিচালকবৃন্দ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর হতে সংগ্রহপূর্বক আগামী ৩ দিনের মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকায় প্রেরণ করবেন।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালকের দপ্তর
২	অবহিতকরণ/ সচেতনতা সভা: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম, বিভাগীয় উপপরিচালকের দপ্তর, জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন ও জেলেপল্লীতে কর্ম-পরিকল্পনা অনুয়ায়ী ২১ এপ্রিল হতে ১৯ মে এর মধ্যে সকল ধরণের অংশীজনের অংশগ্রহণে সচেতনতা সভা করতে হবে।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালকের দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর

৩	প্রচার/প্রচারণা: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম, বিভাগীয় উপপরিচালকের দপ্তর, জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন ও জেলেপল্লীতে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ২১ এপ্রিল হতে ১৯ মে এর মধ্যে প্রচার/প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট, ব্যানার, পোষ্টার তৈরি, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও মাইকিং ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর
৪	সেইলিং পারমিশান না দেয়া: ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরা বন্ধ মৌসুমে বাণিজ্যিক ট্রলারগুলোকে সেইলিং পারমিশান না দেয়া।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
৫	৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বন্ধ মৌসুম আরম্ভের পূর্বেই যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানগুলো যেন সাগরে না যেতে পারে এবং যেগুলো ইতোমধ্যে সাগরে আছে যেগুলো যেন ২০ মে এর আগেই ফিরে আসে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর
৬	পত্র জারী: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যামান টাস্কফোর্স কমিটি যেন ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে সে লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি পত্র জারি করার নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর হতে এ ব্যাপারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর
৭	পেট্রোল পাম্প ও বরফকলে নজরদারী বাড়ানো: বন্ধ মৌসুমে পেট্রোল পাম্প ও বরফকল হতে যেন নৌযান মালিকরা প্রয়োজনীয় তেল ও বরফ না নিতে পারে সে ব্যাপারে স্থানীয় টাস্কফোর্স কমিটির সহায়তায় পেট্রোল পাম্প ও বরফকলে নজরদারী বাড়াতে হবে।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি
৮	পেট্রোলিং কার্যক্রম জোরদারকরণ: সাগরে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মাছ ধরা বন্ধ মৌসুমে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পেট্রোলিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাংলাদেশ নৌবাহিনী
৯	সমন্বয়সাধন: ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর সামুদ্রিক শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক তা সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	সামুদ্রিক শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর

অতঃপর সভার আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবু সাঈদ মোঃ রাশেদুল হক)
মহাপরিচালক (চ.দা.)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩১.১৪ (অংশ-২)- ৭১৬/১(২৩) তারিখঃ২৯/০৪/২০১৯ খ্রি.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

২। পরিচালক, অভ্যন্তরীণ/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ/মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, রমনা, ঢাকা/পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সিজিও ভবন নং-০১,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩। উপপরিচালক, প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা/ফিল্ড সার্ভিস/মৎস্যচাষ/চিংড়ি/মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ,মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা/উপপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা/খুলনা বিভাগ, খুলনা/বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

৪। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প/সাসটেইনাবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট/ইকোফিশ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন,রমনা, ঢাকা।

৫। উপপ্রধান, আইসিটি (মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েসাইটে '২০মে হতে ২৩ শে জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি)দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধ মৌসুম সংক্রান্ত' একটি ফোল্ডার খোলা ও সেখানে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশের অনুরোধসহ) মৎস্য ভবন, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

সদয় অবগতির জন্য :

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

মহাপরিচালকের পক্ষে

(ড. মোঃ আব্দুল আলীম)
উপপ্রধান (সামুদ্রিক)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন
রমনা, ঢাকা।

ই-মেইল/ডাকযোগে প্রেরিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সরকারী কার্য ভবন-১
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.২০২.৫০.১১৭.১৫-৭৪৯ তারিখ: ১৫/০৫/২০১৯ খ্রি.

বিষয়: বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জলসীমায় ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন সকল প্রকার নৌযান কর্তৃক যে কোন ধরনের মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়ান্স আহরণ বন্ধ রাখার লক্ষ্যে Delegation of Power প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার ১৭ মে ২০১৫ খ্রি. তারিখের এস আর ও নং ৯৭-আইন/২০১৫ মূলে সমুদ্রে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল প্রকার নৌযান কর্তৃক যে কোন ধরণের মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়ান্স আহরণ বন্ধ রাখার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জলসীমায় ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন সকল প্রকার নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখাসহ এতদসম্পর্কীয় সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার পরিচালক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৬ এর উপ ধারা-২ এর ক্ষমতাবলে উপকূলীয় জেলা সমূহের জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট) ও সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের নিকট নিম্নবর্ণিত ধারা ও উপধারা সমূহ অনুযায়ী ক্ষমতা অর্পন (Delegation of Power) করা হলো।

সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ :
সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা ৩২, ৩৩ এর উপ ধারা ১ এর (a), (c), (d), (e) ও উপ ধারা-২, ধারা ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০ ৪১, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২ ও ৫৫ এর উপ ধারা-৩।

এ অর্পিত ক্ষমতা ২০ মে হতে ২৩ জুলাই, ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১৫/৫/১৯

(ড. মোঃ আবুল হাছানাত)
পরিচালক (সামুদ্রিক) (অ.দা.)
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ও
পরিচালক
সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩
ফোন : ০৩১-৭২১৭৩১
e-mail:directormarime@fisheries.gov.bd

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,
চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষীপুর/বরিশাল/
ঝালকাঠি/পিরোজপুর/ভোলা/পটুয়াখালী/বরগুনা/খুলনা/
সাতক্ষীরা/বাগেরহাট এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
১। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (ব্লু-ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। কমান্ডার, বিএনফ্লিট, নিউ মুরিং, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, চট্টগ্রাম।
৫। জোনাল কমান্ডার, পূর্ব জোন, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী, চট্টগ্রাম/ পশ্চিম জোন, মংলা, খুলনা/দক্ষিণ জোন, ভোলা।
৬। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।
৭। জেলা প্রশাসক (সকল উপকূলীয় জেলা), ...।
৮। পুলিশ সুপার (সকল উপকূলীয় জেলা), ...।
৯। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল উপকূলীয় জেলা), ...।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় উপজেলা), ...।
১১। সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় উপজেলা), ...।
১২। অফিসার ইন চার্জ (সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় থানা), ...।
১৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৪ শাখা
www.mofl.gov.bd

পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১২৯.৯৯.০৬৭.১৪(খন্ড-২)-১০৮

তারিখঃ ১৯ বৈশাখ, ১৪২৬
০২ মে, ২০১৯

বিষয়ঃ ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধে টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩১.১৪(অংশ-২)-১০৭, তারিখঃ ২৮-০৪-২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় মাছ ইলিশ এর উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বিগত ২৯/০৫/২০১৭ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৭.০১.০০৯.১০-১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ ও ১৪৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'টাস্কফোর্স কমিটি' গঠন করা হয়।

০২। এমতাবস্থায়, আগামী ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ বন্ধে মন্ত্রণালয় হতে বিগত ২৯/০৫/২০১৭ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৭.০১.০০৯.১০-১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ ও ১৪৬ স্মারকের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত 'টাস্কফোর্স কমিটি' কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(আ.ন.ম নাজিম উদ্দীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০০৮০
fisheries-4@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (ব্লুইকোনমি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
(সামুদ্রিক শাখা)
ডাইরী নং ২৪৫
তারিখ ১২/০৫/১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩১.১৪ (অংশ-২)- ৯২৭ তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৯ খ্রি.।

অফিস আদেশ

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ (পয়ষট্টি) দিন সকল প্রকার নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য এবং ক্রাস্টাশিয়ান্স (চিংড়ি, লবস্টার, কাটল ফিশ ইত্যাদি) আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযানের দৈনিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নকরতঃ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সহযোগে একটি কন্ট্রোল রুম (কক্ষ নং ১১২৮) গঠন করা হলো।

উক্ত অভিযান সম্পর্কিত তথ্যাদি মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে স্বস্ব এলাকার তথ্যাদি সংযুক্ত ছকে প্রতিদিন নিম্নবর্ণিত ই-মেইল এবং টেলিফোন নম্বরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ই-মেইল: dcmarine@fisheries.gov.bd, mdalim_2003@yahoo.com, shoukot2014@gmail.com

টেলিফোন নং-02-9562334

(তালিকাটি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্র: নং	নাম ও পদবী	আহবায়ক/ সদস্য	মোবাইল নং
১.	ড. জি এম শামসুল কবির, সহকারী প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৭১১৯৭৯২৩০
২.	শওকত কবির চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	আহবায়ক	০১৮১৫৮৪২৬৫০
৩.	বেগম আফসা নূর, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৫৫২৫৪৭১[illegible]
৪.	কাজী মফিজুল হক, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৮১৯২২০৬১৪
৫.	রাজিয়া সুলতানা, গবেষণা কর্মকর্তা,মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৭২০২৯৭৬১৩
৬.	হালিমা আকতার, কার্টোগ্রাফার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৭১২৫২৯০৭৪
৭	কাজী সোনিয়া আফরিন, মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৭১৬১২৭২৭৩
৮.	মোঃ তাজুল ইসলাম, মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৯৩৭৫০৯২৯৫
৯.	মোছা: উমেম-উন-আরিফা, সহঃ কার্টোগ্রাফার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৭১১৬৬৪৮৯৭
১০	মোঃ আবুল কাশেম, মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা।	সদস্য	০১৯১২৩৪৬৬৮৭

কার্যপরিধি:

- কমিটির আহবায়ক কর্তৃক রোস্টার এর মাধ্যমে কমিটির সদস্য সহযোগে কর্মবন্টনকরতঃ প্রতিদিন এতদসংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ;
- ৬৫ দিন সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে সংগ্রহ ও একীভূতকরণ;
- কন্ট্রোলরুমের একীভূত তথ্যাদি সামুদ্রিক শাখার মাধ্যমে পরবর্তী দিন সকাল ১০.০০ ঘটিকার মধ্যে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর নিকট রিপোর্ট প্রদান ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- ৬৫ দিন সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির আহবায়ক কর্তৃক অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(আবু সাঈদ মোঃ রাশেদুল হক)
মহাপরিচালক (চ.দা)
ফোন- ০২-৯৫৬২৮৬১
ই-মেইল-dg@fisheries.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখা
www.modmr.gov.bd

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০১২.১৫-১৪১

তারিখঃ ২৭ মে, ২০১৯
১৩ জৈষ্ঠ্য, ১৪২৫

বিষয়ঃ সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ খাদ্যশস্য বরাদ্দ।

সূত্রঃ (১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০০১.১৭-১৮২, তারিখ: ২২/০৫/২০১৯ খ্রিঃ।
(২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৩.১৭-১৪৭, তারিখ: ২০/০৫/২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার দেশের ১২টি জেলার ৪২টি উপজেলা সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৪,১৪,৭৮৪ (চার লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত চুরাশি) টি জেলে পরিবারকে (২০ মে হতে ১৯ জুন ২০১৯) পর্যন্ত এক মাসের জন্য পরিবার প্রতি ৪০ কেজি হারে (৪,১৪,৭৮৪ X ৪০÷১০০০)= ১৬,৫৯১.৩৬ মেঃটন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিতভাবে সর্বমোট ১৬,৫৯১.৩৬ (ষোল হাজার পাঁচশত একানব্বই দশমিক তিন ছয়) মেঃ টন ভি.জি.এফ চাল মঞ্জুর করেছে।

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	মোট ভিজিএফ (চাল) বরাদ্দ (মেঃ টন)
১	২	৩	৪	
১.	খুলনা	বটিয়াঘাটা	৩৫১৭	
		দাকোপ	৯১৪২	
		পাইকগাছা	৪৮৬৩	
		কয়রা	১৩০৮৫	
		রুপসা	৯০৩	১২৬০.৪০
২.	বাগেরহাট	মোংলা	৬৬৫৫	
		মোড়েলগঞ্জ	৯৬৪৩	
		শরণখোলা	৬৭৪৪	৯২১.৬৮
৩.	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৭৫২০	
		শ্যামনগর	২৩৫৩৪	১২৪২.১৬
৪.	চট্টগ্রাম	বাশখালী	৮৭২৮	
		আনোয়ারা	৩৫৮৯	
		সীতাকুন্ড	৪৮০৫	
		মীরেরস্বরাই	২০৩১	
		সন্দীপ	৪৮৭২	৯৬১.০০
৫.	কক্সবাজার	সদর	৭০৯৫	
		চকরিয়া	৩৮৪৯	

D:\New subject\VGF for Fishermen\VGF for Fisherman(Letter)421.14.012.15.docx

অসীম কুমার বালা
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
01715849577

		মহেশখালী	১১৪২২	
		উখিয়া	৩৩৯৯	
		পেকুয়া	৩৯৪৯	
		কুতুবদিয়া	৮৫১৩	
		টেকনাফ	৭৮৬০	
				১৮৪৩.৪৮
৬.	নোয়াখালী	হাতিয়া	১৭৩৮০	৬৯৫.২০
৭.	ফেনী	সোনাগাজী	১৬৪১	৬৫.৬৪
৮.	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	২০১৬১	৮০৬.৪৪
৯.	বরগুনা	সদর	৮৯৬৮	
		পাথরঘাটা	১৩৬৬৭	
		আমতলী	৭৯১০	
		তালতলী	৯২৫৫	
				১৫৯২.০০
১০.	পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	৮২৩০	৩২৯.২০
১১.	পটুয়াখালী	সদর	৩৬০০	
		কলাপাড়া	১৮৩০৫	
		বাইফল	৬১৭৭	
		গলাচিপা	১২৬৯০	
		রাঙ্গাবালি	১৩৭৯৪	
		দশমিনা	১০২১১	
				২৫৯১.০৮
১২.	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	১৮১৯১	
		চরফ্যাশন	২৫০৭৪	
		দৌলতখান	২০৬০৩	
		লালমোহন	১৫৩২৮	
		তজুমুদ্দিন	১৭০৬৬	
		মনপুরা	১০৮১৫	
				৪২৮৩.০৮
		সর্বমোট=	৪১৪৭৮৪	১৬৫৯১.৩৬

২। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মঞ্জুরীকৃত ভিজিএফ চাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর বরাদ্দ প্রদান করবেন।

৩। জেলা প্রশাসক মঞ্জুরীকৃত ভিজিএফ চাল সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা স্থানীয়, দুঃস্থ ও প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মধ্যে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩ অনুসরণপূর্বক যথানিয়মে বিতরণ/বন্টন করবেন ও নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং উক্ত চাল আগামী ৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে উত্তোলন করতে হবে।

৪। জেলা প্রশাসক ভিজিএফ চাল বরাদ্দের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যকে অবহিত করবেন।

অসীম কুমার বাগ্গা
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

D:\New folder\VGF for Fisherman\VGF for Fisherman(Letter)421 14 012 15.docx

৫। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কোড নং-১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৩-ভিজিএফ কার্যক্রম-৩৭২২১০১ ত্রাণ কার্য (চাল) খাত হতে নির্বাহ হবে।

৬। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মঞ্জুরী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক খরচসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আদেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জারী করবেন।

৭। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

(মোঃ শাহজাহান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-১)
ফোনঃ ৯৫৪৫৮৬৯
sasr1@modmr.gov.bd

মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

নং-৩১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০১২.১৫-১৪১/১(১৩) তারিখ: ২৭-০৫-২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:- (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষ্মীপুর/বরগুনা/পিরোজপুর/পটুয়াখালী/ভোলা।
৯। উপ-সচিব (বাজেট), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনডিআরসিসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। পত্রটি মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের বরাবর ফ্যাক্স ও ই-মেইল মারফত প্রেরণ নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-১)

U:\New folder\VGF for Fisherman\VGF for Fisherman(Letter)421.14.012.15.docx

অসীম কুমার বাগ
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার